যুগান্তর

তারিখ ... 6 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের চিন্তা-ভাবনা করছে সরকার। সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কার্যক্রম দেখভাল এবং বিশেষত সমাপনী পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে সরকার এই চিন্তা-ভাবনা করছে। প্রাথমিক শিক্ষক নেতাসহ এই শিক্ষা নিয়ে বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সরকারের চিন্তা-ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, সঠিকভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারলে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, সমাপনী পরীক্ষার ধারণা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে বোর্ড গঠনের বিষয়টিও ছিল। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সমাপনী পরীক্ষার বিষয়টি মন্ত্রিসভায় গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, অর্ধশতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বৃত্তি পরীক্ষার বদলে সমাপনী পরীক্ষা চালুর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজি ছিলেন না। আর এ কারণে তারা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তাবনা মন্ত্রিসভায় পাঠানোর পর তা পাসের ব্যাপারে সংকায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা এটি অনুমোদন করায় এখন তারা প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেবেন। দেশে বর্তমানে আটটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। এসব বোর্ডে এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে বছরে সর্বোচ্চ ১৩ লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। অন্যদিকে সারাদেশের মাদ্রাসাগুলো থেকে বছরে দাখিল, আলিম এবং ফাজিল-কামিল মিলিয়ে চার লাখের বেশি পরীক্ষার্থী পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়, কলেজ এবং মাদ্রাসার মোট সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। অন্যদিকে সারাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮ হাজার ৩৬৩টি। এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লাখ। আর এবার প্রথমবারের মতো সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২০ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। প্রতিবছর যে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাতে ছয় লক্ষাধিক শিশু অংশ নেয়। সর্বশেষ গত বছরও ৬ লাখ ৭০ হাজার ৩৪৬ জন বৃত্তি পরীক্ষা দেয়। মন্ত্রণালয় বলছে, যেখানে প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা এবং তাদের একাডেমিক কার্যক্রম দেখভালের জন্য সারাদেশে ৮টি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে, সেখানে ২০ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, খাতা দেখা, ফল প্রণয়ন ও ঘোষণার মতো কাজ সম্পন্নের জন্য একটি হচ্ছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লাখ

হচ্ছে : শিক্ষা বোর্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বোর্ড অপরিহার্য। আর এই চিন্তা থেকেই বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করে দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, ২২ নভেম্বর পরীক্ষা শেষে বোর্ড গঠনের কাজটি তারা জোরেশোরে এগিয়ে নেবেন। ওই কর্মকর্তা জানান, বোর্ডের যেসব কাজ হবে তার মধ্যে রয়েছে— শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ সার্বিক পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা। এছাড়া একাডেমিক কার্যক্রমও এই বোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বর্তমানে যে বৃত্তি পরীক্ষা হয়ে থাকে, তাতে প্রায় ৭ লাখ শিশু অংশ নেয়। এদের প্রশ্নপত্র তৈরি করে ময়মনসিংহে অবস্থিত নেপ। পরীক্ষা নেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। এতে কাজে সমন্বয় থাকে না। এ অবস্থায় কাজের সমন্বয়ের জন্য বোর্ড গঠনের চিন্তা-ভাবনা ভালো। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে কাজে লাগানোর যে দিক-নির্দেশনা জাতীয় শিক্ষানীতিতে রয়েছে, তাকেও একীভূত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব জানান, অষ্টম শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্ধিত করার সুপারিশের কারণেও একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কাজ অনেক বেড়ে যাবে। তিনটি শ্রেণী বাড়ার কারণে শিক্ষার্থী বাড়বে আরও প্রায় ১২ লাখ। এই সঙ্গে নতুন নতুন বিদ্যালয় খোলার জন্য নতুন চাপও রয়েছে। ওই কর্মকর্তা জানান, সরকার সারাদেশে আরও দেড় সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবে। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগেও বিদ্যালয় স্থাপনকে উৎসাহিত করতে চায় সরকার। সে হিসাবে একাডেমিক এবং প্রশাসনিক দু'দিক থেকে চাপ বাড়বে। বর্তমানে এই দুটি কাজই মিরপুরে অবস্থিত অধিদফতর থেকে পরিচালিত হয়েছে। গোটা অধিদফতরটিই বলতে গেলে প্রশাসনিক কার্যক্রমনির্ভর। শুধু ৪ জন উপ-পরিচালক দিয়ে ভাগ করে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে নতুন সরকারের নতুন লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি বোর্ড স্থাপন অত্যাবশ্যক। প্রসঙ্গত, একটি সাধারণ বোর্ডে বিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপনের পাঠদানের অনুমতি বা অনুমোদন, স্বীকৃতি, অনুমোদন নবায়ন, পরিদর্শন, শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন, ফরমপূরণ করানোসহ সার্বিকভাবে দুটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান করতে হয়। বর্তমানে মিরপুরের অধিদফতর এসব কাজ করে থাকে। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামসুল আলম বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতির পর ৩ বছরের সাময়িক সনদ দেয় অধিদফতর। এটা লাভের পর স্থায়ী সনদের জন্য ফের আবেদন করতে হয়। এসব কাজ সম্পন্নের জন্য অধিদফতরে পৃথক শাখা রয়েছে। কিন্তু অধিদফতরের এর বাইরে মূল কাজ হচ্ছে— শিক্ষক নিয়োগ, প্রমোশন, বদলি, থানা ও জেলা শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম তদারকি, বেতন-ভাতা প্রদানের মতো অনেক কাজ। এই দু'ধরনের কাজ করতে গিয়ে অধিদফতরকে একাডেমিক কাজে ভালো মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না। তাই এ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার একাডেমিক কাজ সুচারুরূপে সম্পন্নের জন্য বোর্ড গঠন জরুরি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন 'প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি'র সভাপতি নুরুল আবসার শনিবার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে জানান, সমাপনী পরীক্ষার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর তারাও বোর্ড গঠনের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার চিন্তাভাবনা করছিলেন। সরকার আগেই এই চিন্তা করায় তাকে তারা স্বাগত জানান। তিনি বলেন, যে সমাপনী পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে এবার নেয়া হচ্ছে, তা তার চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় ২০০৬ সাল থেকে পাইলটিং আকারে চলছে। বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন, এটা অনুষ্ঠান করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বেশ চাপে থাকতে হয়। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামসুল আলমও সরকারের চিন্তাভাবনাকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, তবে বোর্ডের কার্যক্রমে শিক্ষক নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করলে কাজ আরও সহজ ও বাস্তবসম্মত হবে।